২৬ তম বিশ্বমান দিবস

১৪ অক্টোবর ১৯৯৫

WORLD STANDARDS DAY

14-10-1995

BSTI

বাংলাদেশ স্ট্যান্ডার্ডস এন্ড টেস্টিং ইন্সটিটিউশন

**A WORLD ON THE MOVE——
INTERNATIONAL STANDARDS HELP TRANSPORT
PEOPLE, ENERGY, GOODS AND DATA**

The Daily Star | *Special Supplement* | অঙ্গসজ্জা ও পরিকল্পনায় ঃ পেঙ্গুইন এ্যাডভার্টাইজিং

বাণী

১৪ অক্টোবর বিশ্ব মান দিবস। বাংলাদেশ স্ট্যান্ডার্ডস এন্ড টেস্টিং ইনস্টিটিউশন (বিএসটিআই) প্রতি বছরের মত এবারও দিবসটি পালন করতে উপযুক্ত কর্মসূচী নিয়েছে জেনে আমি আনন্দিত।

পণ্য উৎপাদক এবং পণ্যের ক্রেতা উভয়ের স্বার্থেই পণ্য ও সেবার মান প্রণয়ন এবং নিয়ন্ত্রণ অপরিহার্য। মান সম্মত পণ্য অভ্যন্তরীণ বাজারে হয় সমাদৃত, বৈদেশিক বাণিজ্য সম্প্রসারণে হয় সহায়ক। আজ তাই দেশে-বিদেশে মান নিয়ন্ত্রণের ওপর সর্বাধিক গুরুত্ব আরোপ করা হচ্ছে। এ ক্ষেত্রে আমাদেরও অগ্রণী হতে হবে।

বিএসটিআই মান প্রণয়ন, উন্নয়ন ও নিয়ন্ত্রণের কাজে নিয়োজিত একমাত্র জাতীয় প্রতিষ্ঠান। আমাদের মত উন্নয়নশীল দেশে পণ্য ও সেবার মান উন্নয়ন এবং নিয়ন্ত্রণের বিষয়টি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। মান সম্পন্ন শিল্প পণ্য উৎপাদন এবং পরিবর্তিত বিশ্ব পরিস্থিতিতে পণ্যের গুণগত মান সতর্কতার সঙ্গে নিশ্চিত করার মাধ্যমে আমরা স্থানীয় বাজারে দেশজ পণ্যের চাহিদা মেটাতে ও রপ্তানী বৃদ্ধি করতে পারব। দেশের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির হার বৃদ্ধিতে এটা বিশেষ সহায়ক হবে। এর ফলে দেশীয় ভোক্তারা যেমন উপকৃত হবেন তেমনি বিশ্ব বাজারে বাংলাদেশের পণ্য জনপ্রিয় হয়ে উঠবে।

বিশ্ব মান দিবস পালনের মাধ্যমে পণ্যের গুণাগুণ তথা মান নিয়ন্ত্রণ সম্পর্কে সামাজিক সচেতনতা বৃদ্ধি পাবে বলে আমি আশা করি।

খালেদা জিয়া
প্রধান মন্ত্রী
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ

মুক্ত বাজার অর্থনীতির প্রেক্ষাপটে আই এস ও-৯০০০ এর ভূমিকা

মোঃ হাসান, মহা-পরিচালক (চঃদাঃ), বিএসটিআই

সময়ের সাথে যুগের পরিবর্তন হয়েছে। এক সময় বাজার ছিল উৎপাদকদের একচেটিয়া ব্যবসার ক্ষেত্র। মুক্ত বাজার অর্থনীতি তথা প্রতিযোগীতার যুগে বাজার এখন ভোক্তার মর্জির উপর নির্ভরশীল। ভোক্তার সন্তুষ্টিই বাজারে টিকে থাকার একমাত্র মাপকাঠি। তৃতীয় বিশ্বের কিছুকিছু দেশের বাজার এখনো উৎপাদকের দখলে থাকলেও অচিরেই এর অবসান অবসম্ভাবী।

উন্মুক্ত বাজারে উৎপাদিত পণ্য/সেবার গুণগত মান ব্যতিত চটকদার বিজ্ঞাপন বাজার দখল বা বাজারের অংশীদার হওয়ার জন্য যথেষ্ট নয়। পণ্য বা সেবার বিনিময় মূল্য, সরবরাহ পরবর্তী সময়ে পণ্য বা সেবার গুণগত মানের নিশ্চয়তা প্রদানই বাজারে টিকে থাকার পূর্বশর্ত।

প্রযুক্তিগত উন্নয়ন প্রতিনিয়ত অব্যাহত ভাবে চলছে চলবে, এর সাথে ভোক্তার চাহিদাও প্রতিনিয়ত পরিবর্তন হচ্ছে, হবে। ভোক্তার চাহিদা মেটানোর প্রতিযোগীতা অব্যাহত থাকার মান সম্মত খাদ্য সামগ্রী ভোক্তার নিকট পৌছানো একটি অতীব গুরুত্বপূর্ণ বিষয়।

উৎপাদিত/প্রক্রিয়াজাত পণ্য/সেবার মান উন্নয়নের নিশ্চয়তা প্রদান বা বিক্রয়োত্তর সেবার নিশ্চয়তা প্রদান, শুধু মাত্র প্রণীত মান অনুসরণ এবং গুণগত মান নিয়ন্ত্রনের মাধ্যমে অর্জন সব ক্ষেত্রে সম্ভবপর নয়। উৎপাদন, প্রক্রিয়াকরণের প্রাথমিক পর্যায় হ'তে ভোক্তার দোরগোড়া পর্য্যন্ত সার্বিক ব্যবস্থাপনায় মান নিয়ন্ত্রণ একান্ত ভাবে অপরিহার্য্য। ব্যবস্থাপনায় মান সম্পন্ন বিধানাবলীর প্রবর্তন, সার্বিক গুণগত মান উন্নয়ন এবং অক্ষুন্ন রাখার পূর্বশর্ত হিসাবে বিশেষ প্রয়োজন। একই বিধানাবলী আন্তর্জাতিক পর্য্যায়ে সমন্বয় সাধনের লক্ষ্যে (Harmoanization) আই এস ও-৯০০০ সিরিজের মান সমূহ প্রণীত হয়েছে।

সুইজারল্যান্ডের জেনেভায় অবস্থিত আন্তর্জাতিক মান সংস্থা (আই এস ও) আই এস ও-৯০০০ প্রণয়নকারী বিনির্দেশিকা হিসাবে, ৯০০৩ শুধুমাত্র কাঁচামাল/আধা প্রক্রিয়াজাত পণ্য সামগ্রী সরবরাহকারীদের এবং ৯০০৪ নং মানটি নক্সা প্রনয়ন অথবা মান সম্মত ব্যবস্থাপনা বিধি বিধান নিয়ম পদ্ধতি পরিবর্তনের নির্দেশনা হিসাবে ব্যবহারের জন্য প্রণীত হয়েছে।

উৎপাদন/প্রক্রিয়াকরণে প্রযুক্তিগত উন্নয়ন/উদ্ভাবনের সহিত সামঞ্জস্য রেখে আই এস ও ৯০০০-সিরিজের প্রতিটি মান পরিবর্তন, পরিবর্দ্ধন সংশোধন বা সংযোজন কার্য্যক্রম অব্যাহত রয়েছে। ইতিমধ্যে মান সমূহে কিছু কিছু সংযোজন ও হয়েছে।

খাদ্য সামগ্রী উৎপাদন/প্রক্রিয়াকরণের ক্ষেত্রে আই এস ও-৯০০০ সিরিজ বা অন্য কোন জাতীয় মানের অনুসরণ যথেষ্ট বলে গৃহীত হয়নি। যেহেতু খাদ্য পণ্য জন জীবনের নিরাপত্তা এবং স্বাস্থ্য সম্মত উপায়ে বেচে থাকার জন্য একান্তভাবে অপরিহার্য্য, সেহেতু শুধু মাত্র আই এস ও-৯০০০ সিরিজের বিধানাবলী এক্ষেত্রে যথেষ্ট বলে বিবেচিত হয়নি। খাদ্য সামগ্রীর ক্ষেত্রে পণ্য ভোক্তার শারীরিক বিপর্য্যায়ের কারণ হউক, একই সাথে উৎপাদিত খাদ্য পণ্যের গুণগত মানের নিশ্চয়তা বিধানে অপারগতা যে কোন উৎপাদন/প্রক্রিয়াজাতকারীর জন্য বিরাট অর্থনৈতিক বিপর্যয়ের কারণ সৃষ্টি করতে পারে। শিল্পায়নে বাংলাদেশের বাস্তব চিত্র হতাশাব্যঞ্জক না হলেও (দুই একটি ক্ষেত্র ছাড়া) খুব আশাপ্রদ বলা যাবেনা।

মুক্তবাজার অর্থনীতির প্রেক্ষাপটে দেশীয় উৎপাদনকারীগণ গুনগত মান সম্পন্ন পণ্য উৎপাদনে নীতিগত ভাবে আগ্রহী না হলে রপ্তানী বাজার নয় দেশীয় বাজারেই প্রতিযোগীতায় পিছিয়ে পড়বে। এই পরিস্থিতি উত্তরণের একমাত্র পথ আই এস ও ৯০০০ সিরিজে প্রনীত মান সমূহে বিধৃত মৌলিক নির্দেশনাবলী সক্রীয়ভাবে অনুসরণ করা। ●

দেশের কৃষিজাত মৌসুমী পণ্য সামগ্রী প্রচুর পরিমাণে উৎপাদন হয়ে থাকে। মৌসুমী শাক সব্জি, ফল, আম, আনারস, পেয়ারা ইত্যাদির প্রয়োজনীয় প্রক্রিয়াজাতকরণের অভাবে উৎপাদন স্থলেই নষ্ট হয়ে যায়। ফলে উৎপাদন কারীগণ উৎপাদিত পণ্যের উপযুক্ত মূল্য পায়না। ফলশ্রুতিতে উৎপাদনকারীগণ উৎপাদনে নিরুৎসাহীত হন এবং উৎপাদন হ্রাস পায়। এতে আমদানীর সুযোগ সৃষ্টি হয়। দেশের বাজার বিদেশী পণ্যের দখলে চলে যায়। রপ্তানী এবং আমদানী ভারসাম্য বিঘ্নিত হয়, দেশের অর্থনীতি দুর্বল হয়ে পড়ে। আমদানী রপ্তানীর ভারসাম্য বজায় রাখার লক্ষ্যে দেশে উৎপাদিত কাঁচা মালের প্রয়োজনীয় প্রক্রিয়াকরণের মাধ্যমে পণ্যের স্থায়িত্ব বৃদ্ধি, আমদানী প্রতিরোধ উৎপাদকদের উপযুক্ত মূল্য প্রদান পূর্বক পণ্য বিদেশে রপ্তানীযোগ্য করতে হবে। প্রতিযোগীতা মূলক উন্নত মানের পণ্য উৎপাদনে দেশের শিল্প মালিক এবং উদ্যোক্তাদের সক্রীয় হতে হবে, এর কোন বিকল্প নাই।

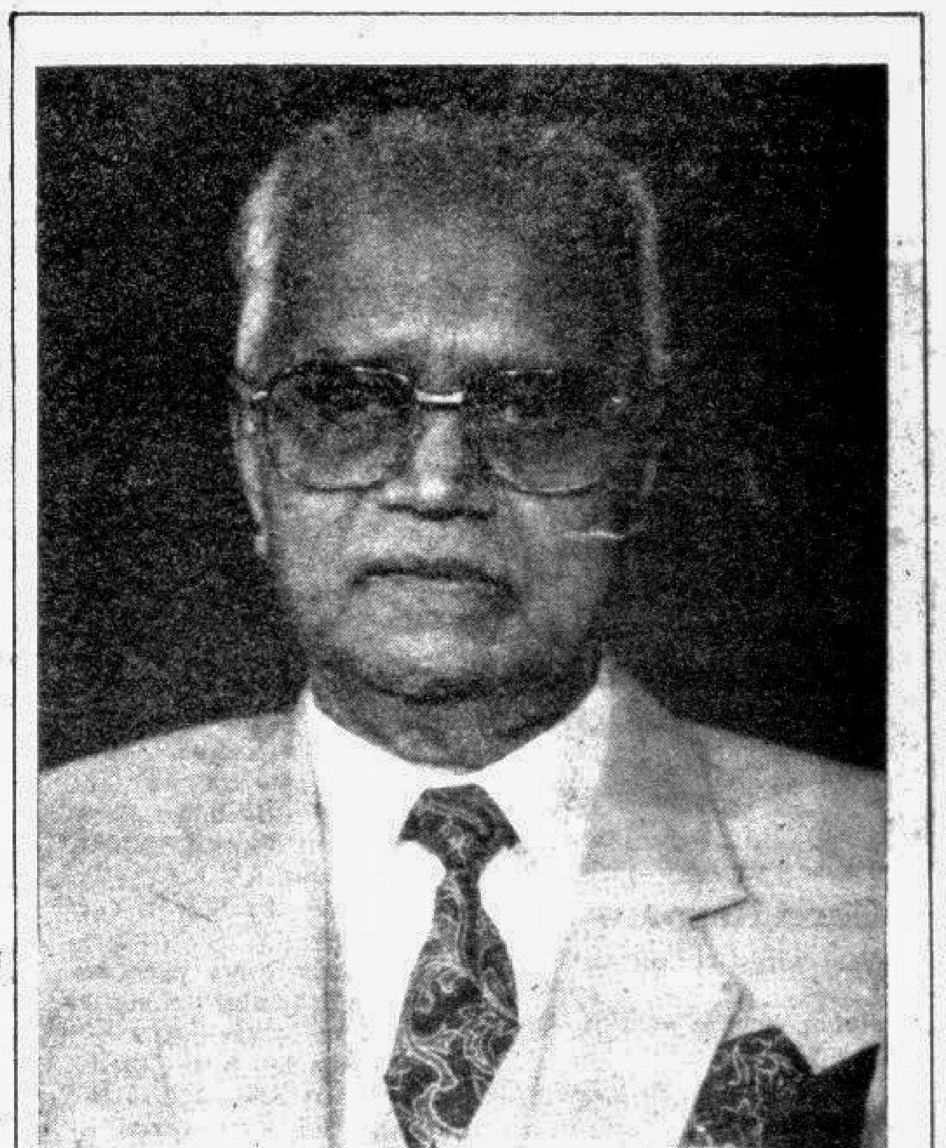

বাণী

বিশ্বের অন্যান্য দেশের মত বাংলাদেশেও ১৪ অক্টোবর বিশ্ব মান দিবস পালিত হচ্ছে। আন্তর্জাতিক মান সংস্থাসহ অন্যান্য আন্তর্জাতিক সংস্থার মত বিএসটিআই এই দিবসটি পালনের ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে জেনে আমি আনন্দিত। এ মহতী প্রচেষ্টার সংগে সংশ্লিষ্ট সকলকে জানাই আমার আন্তরিক অভিনন্দন।

আমি মনে করি সকল প্রস্তুতকারক ও রপ্তানীকারক তাঁদের পণ্যের মান উন্নয়ন ও নিয়ন্ত্রণে বিএসটিআই'র সাথে সকল বিষয়ে সহযোগিতা করবে এবং ক্রেতার চাহিদার সংগে সামঞ্জস্য রেখে প্রতিযোগিতার মনোভাব সৃষ্টির মাধ্যমে দেশীয় পণ্যের গুণগত মান উন্নত করবে। দেশের উৎপাদনকারীগণ উৎপাদিত পণ্যের মান উন্নয়ন ও নিয়ন্ত্রণ করে দেশে-বিদেশে যথেষ্ট সুখ্যাতি অর্জন করতে সক্ষম বলে আমি মনে করি।

ক্রেতা সাধারণ থেকে শুরু করে শিল্প উদ্যোক্তা, আমদানী ও রপ্তানীকারক তথা সমগ্র জাতিকে পণ্যের মান উন্নয়ন ও নিয়ন্ত্রণ সম্পর্কে সচেতন করাই দিবসটি পালনের মূল লক্ষ্য।

আমি দিবসটির সর্বাঙ্গীন সাফল্য কামনা করি।

আবদুর রহমান বিশ্বাস
রাষ্ট্রপতি
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ

বাণী

প্রতিবারের ন্যায় এবারও বাংলাদেশ ষ্ট্যান্ডার্ড এন্ড টেষ্টিং ইনষ্টিটিউট (বিএসটিআই) বিশ্বমান দিবস পালন করছে জেনে আমি আনন্দিত। বিএসটিআই একমাত্র জাতীয় প্রতিষ্ঠান যা পণ্য সামগ্রীর মান প্রণয়ন, মান নিয়ন্ত্রন, ওজন ও মেট্রিক পদ্ধতি প্রবর্তন এবং মেট্রোলজী সার্ভিস প্রদানের কাজে নিয়োজিত। এ সংস্থার কার্যক্রমের সার্বিক সাফল্য ও ব্যর্থতা নির্ভর করছে উৎপাদক-ক্রেতার পারস্পরিক সহযোগিতার ওপর। ২৬ তম বিশ্বমান দিবসে উৎপাদক এবং ভোক্তার পারস্পরিক সহযোগিতার মাধ্যমে পণ্যের মান নিয়ন্ত্রণের উপর গুরুত্বারোপ করা হয়েছে। আধুনিক বিশ্বে বিজ্ঞানের অগ্রগতির সাথে উৎপাদিত পণ্যের গুণগত মান নিশ্চিত করা এবং গুণগত মান সম্পন্ন উৎপাদিত পণ্য আভ্যন্তরীণ ও আন্তর্জাতিক বাজারে হস্তান্তর করা শিল্প বিকাশের অন্যতম পূর্বশর্ত। উন্নতমানের পণ্য ও দক্ষ ব্যবস্থাপনাই কেবল আভ্যন্তরীণ বাজারের চাহিদা সৃষ্টি ও বৈদেশিক বাণিজ্য সম্প্রসারনে সহায়ক ভূমিকা রাখতে পারে।

মুক্ত বাজার অর্থনীতিতে দেশীয় পণ্যের সরবরাহের সংগে বিদেশী পণ্যের আমদানীও বৃদ্ধি পেয়েছে বিপুলভাবে। আমদানী নির্ভরতা কমানো ও বিদেশে বাংলাদেশী পণ্যের বাজার সম্প্রসারণে দেশীয় পণ্যের গুণগত মান নিশ্চিতকরণ একান্ত জরুরী। বিশ্বমান দিবস উদযাপন সার্থক হবে যদি এ বিষয়ে ব্যাপক গণসচেতনতা সৃষ্টি করা যায়। মান নিয়ন্ত্রণে বাস্তব অগ্রগতি অর্জন করতে হলে উৎপাদক, ক্রেতা তথা সর্বস্তরের জনগণের সহযোগিতা অপরিহার্য।

বিএসটিআই কে গতিশীল ও শক্তিশালী করণের লক্ষ্যে ইতিমধ্যেই বেশ কিছু কার্যক্রম গৃহীত হয়েছে, যা প্রতিষ্ঠানের কর্মতৎপরতা বাস্তবমুখী ও কল্যাণকর করার ক্ষেত্রে সহায়ক।

বিশ্বমান দিবস পালনের মাধ্যমে শিল্পমালিক-ব্যবসায়ী তথা সর্বস্তরের জনসাধারণ পণ্য সামগ্রীর গুণাগুণ সম্পর্কে সচেতন হবে এটাই আমার প্রত্যাশা।

লুৎফর রহমান খান
প্রতিমন্ত্রী
শিল্প মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

পাশাপাশি উৎপাদিত পণ্যে/সেবার বিনিময় হার ক্রেতার আর্থিক সঙ্গতির সাথে সামঞ্জস্য পূর্ণ হওয়া অপরিহার্য্য। পণ্য বা সেবার গুণগত মানের উৎকর্ষতার সাথে উৎপাদন ব্যয় সীমিত রাখার লক্ষ্যে উন্নত প্রযুক্তির উদ্ভাবনই যথেষ্ট নয় বলে উন্নত প্রযুক্তি লাভ করেও শিল্পোন্নত দেশ সমূহ তৃতীয় বিশ্বের দেশ সমূহে প্রযুক্তি হস্তান্তর সহ নুতন নুতন শিল্প কারখানা স্থাপনে আগ্রহী। এর মূল লক্ষ্য হলো স্বল্প ব্যয়ে জনশক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে উৎপাদন খরচ সীমিত করা এটা বাজার ধরে রাখার প্রচেষ্টা। উৎপাদিত পণ্য/সেবার মান উন্নয়ন, পণ্যে/সেবার বিনিময় মূল্যের সীমিত করনের যেমন নির্দিষ্ট সীমা নেই, তেমনি সীমা নেই প্রযুক্তি গত উন্নয়নের। এটা অনেকটা অসীমে ভ্রমণের সাথে তুলনীয়।

উৎপাদিত পণ্যের সাথে প্রক্রিয়াজাত পণ্য যেমন খাদ্য সামগ্রী প্রক্রিয়া করণে, গুণগত মান অক্ষুন্ন রাখা এবং সংস্থা। আন্তর্জাতিক ইলেকট্রো টেকনিক্যাল কমিশন (আই ই সি) আন্তর্জাতিক টেলিকমোনিকেশন ইউনিয়ন (আই টি ইউ) আই এস ও-৯০০০ এর প্রণয়নে সহযোগী সংস্থা হিসাবে সম্পৃক্ত।

আই এস ও-৯০০০ সিরিজ মূলতঃ ৫টি মানের সমাহার। এর প্রতিটি অংশে বিশেষ বিশেষ বিষয়ে গৃহীতব্য বিধি বিধানের উল্লেখ রয়েছে। আই এস ও-৯০০০ সিরিজের-৯০০০ মানটি মূলতঃ ৯০০১-৯০০৪ মান সমূহে প্রযোজ্য বিনির্দেশিকার ভূমিকা পালন করেছে। ৯০০১-মানটি প্রকৃত উৎপাদনকারক এবং পণ্য উদ্ভাবন, উন্নয়ন কর্মকান্ডে নিয়োজিত শিল্প কারখানা সমূহের অনুসরনীয়/অনুকরনীয় বিনির্দেশিকা হিসাবে, ৯০০২, শুধুমাত্র নির্দেশিত পণ্যে উৎপাদনে নিয়োজিত অর্থ্যাৎ উদ্ভাবন বা উন্নয়নে নিয়োজিত নন এইরূপ শিল্প কারখানার অনুসরনীয়.অনুকরনীয় গুণগত মানে উন্নয়ন নিশ্চয়তা বিধানে আই এস ও - ৯০০০ সিরিজের পাশাপাশি এইচ এ সি সি পি প্রবর্তন ব্যবস্থাপনা কার্যক্রম অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। এইচ এ সি সি পি দুর্ঘটনা বা নিম্নমান সম্পন্ন পণ্যসামগ্রী উৎপাদন হ'তে পরিত্রাণের কারণ সমূহ নির্ণয় এবং উৎপাদন বা প্রক্রিয়া পর্য্যায়ে কারণ সমূহ নির্মূল করার পদক্ষেপ সমূহকে বুঝায়, (Hazard Analysis and Critical Control Points) সংক্ষেপে (HACCP) আই এস ও ৯০০০ সিরিজের এক একটি মানে নির্দেশিত নিয়মাবলী পুঙ্খানুপুঙ্খ রূপে বাস্তবায়নে সক্ষম ব্যবস্থাপনার (Management) অনুকূলে সনদ পত্র প্রদানের ব্যবস্থা রয়েছে। এ সনদের আন্তর্জাতিক স্বীকৃতিও রয়েছে। খাদ্য পণ্য প্রক্রিয়া করণঃ মান সম্মত খাদ্যপণ্য বাজারজাতকরণ একটি জটিল কার্যক্রম। কোন প্রক্রিয়াকরণ কারকই চাবেন না, প্রক্রিয়াজাত খাদ্য

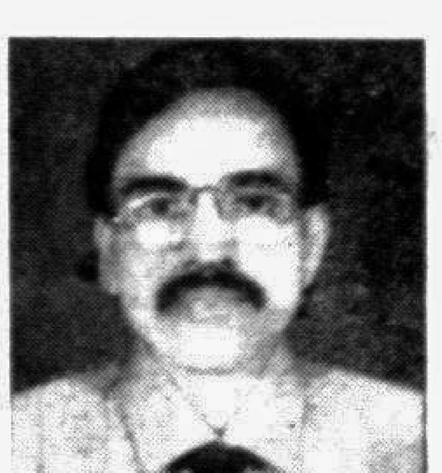

বাণী

আজ ২৬ তম বিশ্বমান দিবস। প্রতি বছরের ন্যায় এবারও বাংলাদেশে বিশ্বমান দিবস পালিত হচ্ছে। পণ্যের ও সেবার মান প্রণয়ন ও নিয়ন্ত্রণ সম্পর্কে সচেতনতা সৃষ্টি করাই দিবসটি পালনের অন্যতম লক্ষ্য।

ক্রেতার চাহিদা মেটাবার জন্য প্রয়োজন মান প্রণয়ন ও নিয়ন্ত্রণ, অন্যদিকে ক্রেতার চাহিদার ভিত্তিতে প্রণীত মানই হতে পারে বাস্তব ধর্মী। বিএসটিআই ক্রেতা ও উৎপাদনকারীর স্বার্থ এবং দেশে ব্যবহৃত প্রযুক্তি পর্যালোচনা করে বাস্তবধর্মী মান প্রণয়ন করেছে এবং ভবিষ্যতেও করবে। আমাদের প্রণীত মান সঠিকভাবে প্রয়োগের মাধ্যমে উৎপাদনকারী এবং ক্রেতা উভয়ই উপকৃত হবেন, সেই সংগে দেশীয় শিল্পের দ্রুত বিকাশ ঘটবে এবং সহজতর হবে দেশীয় পণ্যের বিপণন।

জনগণের সেবাদানে বিএসটিআই সর্বদা সচেষ্ট। সেই জন্য পণ্য উৎপাদনকারী, আমদানীকারক ও ব্যবহারকারীসহ সংশ্লিষ্ট সকলকে দেশের শিল্প বিকাশ তথা জাতির বৃহত্তর স্বার্থে বিএসটিআই কে সর্বাত্মক সহযোগীতা প্রদানের জন্য বিশ্বমান দিবসে আহবান জানাচ্ছি।

মোঃ হাসান
মহাপরিচালক (চঃদাঃ)
বিএসটিআই

বাণী

শিল্প পণ্যে গুণগতমান নিয়ন্ত্রণ শিল্প বিকাশের অন্যতম একটি বিষয়। পণ্য এবং সেবার মান গ্রহনযোগ্য পর্যায়ের হ'লেই দেশে উৎপাদিত পণ্যের আভ্যন্তরীণ ও বৈদেশিক বাজার সম্প্রসারণ করা সম্ভব, কেননা মান সম্মত পণ্যই আকৃষ্ট করতে পারে সচেতন ক্রেতা গোষ্ঠীকে। স্থানীয় বাজারে দেশজ পণ্যের চাহিদা পূরণ ও রপ্তানী বৃদ্ধির ক্ষেত্রে পণ্যের গুণগত মান নিশ্চিতকরণ সহ সুষ্ঠু বাজারজাতকরণ অপরিহার্য। শিল্পের সুষ্ঠু বিকাশই অর্থনৈতিক উন্নয়নের পূর্বশর্ত। বর্তমান বিশ্বে ভোক্তাগণ পণ্যের মান সম্পর্কে যথেষ্ট সজাগ। তাই পণ্যের মান নিয়ন্ত্রণে উৎপাদকদের যত্নবান হওয়া একান্ত প্রয়োজন। শিল্প প্রতিষ্ঠানে মান সম্পন্ন পণ্য উৎপাদনের জন্য চাই অবকাঠামোর উন্নয়ন, লাগসই প্রযুক্তি, দক্ষ ব্যবস্থাপনা ও সৃজনশীল অভিজ্ঞ কর্মী বাহিনী। প্রতিযোগীতামূলক বাজারে টিকে থাকার এ হচ্ছে পূর্বশর্ত।

২৬ তম বিশ্বমান দিবস পালনের মাধ্যমে পণ্যের মান প্রণয়ন ও নিয়ন্ত্রণের ক্ষেত্রে শিল্প মালিক তথা উৎপাদনকারীগণের সচেতনতা বৃদ্ধি পাবে বলে আমার বিশ্বাস।

ডঃ এ, এম, এম, শওকত আলী
সচিব
শিল্প মন্ত্রণালয়

সৌজন্যে ঃ স্কয়্যার টয়লেট্রিজ লিমিটেড